যায়যায়দিন

13 APR 2008

দূরাশিক্ষণের মাধ্যমে বাঞ্চিতদের শিক্ষিত করা সম্ভব : ড. সাদেক

এশিয়ান ইউনিভার্সিটির ভাইস চান্সেলর প্রফেসর ড. আবুল হাসনি মুহাম্মদ সাদেক বলেন, জাতি গঠনে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। আমাদের দেশে শিক্ষা, বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের জন্য আসন সংখ্যাও সীমিত। বেশির ভাগ বেসরকারি ইউনিভার্সিটিতে উচ্চ শিক্ষা খুবই ব্যয়বহুল। তাই ক্যাম্পাস ভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে বাংলাদেশে সবার জন্য উচ্চ শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। তাই শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত জনগণের দোরগোড়ায় উচ্চ শিক্ষা পৌঁছে দিতে হলে দূরশিক্ষণের মাধ্যমেই কেবল তা সম্ভব।

সম্প্রতি এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে প্রফেসর ড. সাদেক এ কথা বলেন। এশিয়ান ইউনিভার্সিটির ভাইস চান্সেলর বেসরকারি খাতে উচ্চ শিক্ষায় দূরশিক্ষণের ব্যবস্থার পথিকৃত। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, সরকারি খাতের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল এসএসসি ও এইচএসসি পর্যায়ে দূরশিক্ষণ কার্যক্রম রয়েছে। কিন্তু অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী রয়েছে যারা আর্থিক সঙ্কট অথবা পরিবারের দায়িত্ব পালনের কারণে চাকরি বা কর্মজীবনে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়। অথচ তাদের উচ্চ শিক্ষার প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ রয়েছে। বিশেষভাবে তাদের কথা বিবেচনা করেই এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস ভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি দূর শিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করে। এতে চাকরিজীবী-পেশাজীবী ছাড়াও অনেক গৃহিণীও ভর্তি হয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করছেন। কয়েকটি বেসরকারি ইউনিভার্সিটির দূরশিক্ষণ কার্যক্রম মানসম্মত নয়- এ অভিযোগ সম্পর্কে ভাইস চান্সেলর বলেন, মনে রাখতে হবে, ক্যাম্পাস ভিত্তিক শিক্ষার পাঠদান পদ্ধতি দূরশিক্ষণ পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। দূরশিক্ষণের শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান ভিত্তিক বিভিন্ন মাধ্যমে শিক্ষাদান করতে হয়। এশিয়ান ইউনিভার্সিটি এটি পরিকল্পিতভাবে তৈরি করেই ছাত্রছাত্রীদের দূরশিক্ষণ কোর্সের জন্য ভর্তি করে থাকে। কিন্তু কয়েকটি বেসরকারি ইউনিভার্সিটি পূর্ণ প্রস্তুতি ছাড়াই দূরশিক্ষণ কোর্স চালু করায় তারা সেভাবে সফল হতে পারেনি।

ড. সাদেক বলেন, স্বাক্ষরতা হার বাড়াতে উচ্চ শিক্ষার হার অবারিত ও সম্প্রসারিত করার জন্য দূরশিক্ষণ দেশব্যাপী সম্প্রসারিত হওয়া উচিত। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সরকারের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়নি। উচ্চ শিক্ষায়ও দূরশিক্ষণের বিস্তার ঘটাতে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। ইউনিভার্সিটির মঞ্জুরি কমিশন এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। বিশ্বের